৪২

দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN. 18 2006. ...
পৃষ্ঠা · ৪ কলাম · ৫ ....

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পঞ্চাশ হাজার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর দ্রুত এমপিও দিয়ে বৈষম্য দূর করুন

সারাদেশে সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার প্রায় চল্লিশ/ পঞ্চাশ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত না হওয়ায় তাঁরা মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। এতে পাঠদানকার্যও ব্যাহত হচ্ছে। পাঠদানে প্রাথমিক অনুমতি তথা একাডেমিক স্বীকৃতিসহ কোড নম্বর প্রদানের পর যাবতীয় দিক পুনরায় যাচাই-বাছাই করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এগুলোকে সরকার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। শতকরা নব্বই ভাগ সরকারী বেতনসহ ভাতা ভোগকারীদের মতই এ স্বীকৃতির মাধ্যমে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণেরও এমপিওভুক্তির ন্যায্য অধিকার অর্জিত হয়েছে।

সদাশয় জোট সরকারের প্রধান শরীকদল বি[illegible] তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে স্বীকার করে নিয়েছে যে, সারাদেশে সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই তার শিক্ষক কর্মচারীদেরকে শতকরা দশভাগ বেতনও দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই তাদেরকে সরকারি কোষাগার থেকে শতভাগ বেতন দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে অথচ নয়া স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণের এমপিওভুক্তি বন্ধ রাখা হয়েছে। নয়া স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একই যোগ্যতাসম্পন্ন বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারিগণ একই রকম শ্রম দিলেও তারা এমপিওভুক্ত না হওয়ায় বর্তমানে নব্বই ভাগ সরকারি বেতনভোগীদের সাথে তাদের আকাশ-পাতাল বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে।

পরীক্ষার ফলাফলের প্রকৃতি নির্বিশেষে একমাত্র "স্বীকৃতি" নামক পরিচয়ের বলেই এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকগণ তাদের বেতনভাতার সরকারি অংশ বৃদ্ধির দাবী করছেন অথচ "অধ্যক্ষ ক[illegible] পরিষদ" ছাড়া তাঁদের সংগঠনগুলো স্বীকৃতি[illegible] সতীর্থদের এমপিওভুক্তির ন্যায্য [illegible] বিস্ময়করভাবেই উপেক্ষা করছেন। ফলে [illegible] শিক্ষক কর্মচারীর অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়াসহ শি[illegible] সংকোচন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এমতাব[illegible] স্বীকৃতি কার্যকরের তারিখ থেকে সব শি[illegible] প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে [illegible] এমপিওভুক্ত করার জন্য মাননীয় প্রধান[illegible] শিক্ষামন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর কাছে আকুল আ[illegible] জানাচ্ছি।

নাসরিন মোস্ত[illegible]
প্রদর্শক, জটিয়াবর ক[illegible]
ডাকঘর: আগিয়া বা[illegible]
পূর্বধলা, নেত্রকো[illegible]